পরিবার (Family)

মানব সমাজে বহু ও বিচিত্র রকমের সামাজিক গোষ্ঠীর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এদের মধ্যে সর্বপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক গোষ্ঠী হল পরিবার। অধ্যাপক ম্যাকাইভার ও পেজ তাঁদের Siciety : An Introductory Analysis গ্রন্থে বলেন, "The family is by far the most important primary group in society'। সামাজিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে আয়তনে সবচেয়ে ছোট গোষ্ঠী হল পরিবার। বাবা-মা ও এক বা একাধিক সন্তানকে নিয়ে পরিবার গঠিত হয়। ব্যক্তি পরিবারের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে।

পরিবার গঠনের পশ্চাতে মানুষের জৈবিক প্রয়োজনের তাড়নাই সব নয়। পরিবার গঠন এবং পরিবারের মধ্যে বসবাস করার পেছনে মানুষের সামাজিক প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যও কাজ করে। মানুষের যৌন কামনা হল একটি জৈব প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। অনুরূপভাবে সমাজজীবনের প্রয়োজনের তাৎপর্যও অস্বীকার করা যায় না। কেবলমাত্র পরিবারই এই উভয় ধরনের প্রয়োজনের মধ্যে সার্থক সমন্বয় সাধন করতে পারে। মানুষ তার জৈব প্রকৃতিকে অস্বীকার করতে পারে না। অপরদিকে সামাজিক প্রকৃতিকেও মানুষ অগ্রাহ্য করতে পারে না। অথচ আপাতদৃষ্টিতে এই দুটি প্রকৃতি পরস্পর বিরোধী বলে মনে হয়। এই অবস্থায় পরিবার মানব প্রকৃতির এই দুটি দিকের মধ্যে আপাত দ্বন্দ্ব নিরসনের ব্যাপারে ইতিবাচক ও সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বস্তুত মানব জীবনে প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রথম ধাপই হল পরিবার। সমাজ একটি বৃহত্তর মানবগোষ্ঠী, এবং এই সমাজেরই অন্তর্গত পরিবার হল ক্ষুদ্রতম একটি মানবগোষ্ঠী। মানুষের সমাজজীবনে এখনও পরিবারের ভূমিকার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

মানুষের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে প্রবেশের প্রথম ধাপ হল তার পরিবার। প্রকৃতপক্ষে এই পরিবার জীবনের মাধ্যমেই মানুষের গোষ্ঠী জীবনের সূত্রপাত ঘটে। পরিবার হল একটি প্রাথমিক গোষ্ঠী। মানব সমাজে যত প্রাথমিক গোষ্ঠী লক্ষ্য করা যায় তার মধ্যে পরিবার সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম। কিন্তু আকার আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও পরিবার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক গোষ্ঠী। পরিবারকে বাদ দিয়ে মানব সমাজের অস্তিত্ব অসম্ভব।

পৃথিবীতে মানব সমাজের অস্তিত্ব যতদিন, পরিবারের অস্তিত্ব ততদিন। বস্তুতঃ মানব সমাজের ক্রমবিকাশের প্রতিটি স্তরে পরিবারে অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। এমন কোন সমাজ ব্যবস্থা দেখা যায় না যেখানে পরিবারের কোন ভুমিকা নেই বা পরিবারের অস্তিত্ব নেই। বরং বলা হয় পরিবার ও সমাজের সম্পর্ক পরস্পর নির্ভর। পরিবারের এই বিশ্বজনীনতা সত্ত্বেও তার একটি সর্বজন স্বীকার্য সংজ্ঞা পাওয়া দুষ্কর ব্যাপার।

পরিবারের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয় যে ইংরেজী ‘family’ শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে রোমান শব্দ ‘famulus’ থেকে। রোমের আইন ব্যবস্থায় উৎপাদক ও ক্রীতদাস গোষ্ঠী, অন্যান্য ভৃত্য ও অভিন্ন অংশ বা বিবাহ সূত্রে সম্পর্কিত অন্যান্য সদস্যদের বোঝাতে ‘famulus’ শব্দটি ব্যবহার করা হত। যাইহোক প্রতিটি পরিবারের নিজস্ব স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে। পরিবার মাত্রেরই নিজস্ব আদর্শ ও ঐতিহ্য থাকে। সেজন্য নির্দিষ্ট কোন একটি সংজ্ঞার মাধ্যমে বর্তমান পরিবারের সঠিক রূপকে তুলে ধরা যায় না। তাই আমরা এক্ষেত্রে বিভিন্ন সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের দেওয়া সংজ্ঞার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে পারি।

অধ্যাপক ম্যাকাইভার ও পেজের মতে পরিবার হল এমন একটি জনগোষ্ঠী যার মধ্যে সুনির্দিষ্ট যৌন সম্পর্ক বর্তমান থাকে এবং সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালনের কাজে যা সুনির্দিষ্টভাবে ও স্থায়ীভাবে নিযুক্ত থাকে। কিন্তু অনেক সমাজতত্ত্ববিদের মতে ম্যাকাইভার ও পেজ একটি সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবারে এই সংজ্ঞা দিয়েছে। কারণ সকল পরিবারের ক্ষেত্রে এই সংজ্ঞা প্রযোজ্য নয়। যদিও এই সংজ্ঞার আওতায় অনেক পরিবার পড়ে ঠিক, তাহলেও অতি সরলীকরণ থেকে মনে হয় এই সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। বাস্তবে সকল পরিবারে যে সন্তান আছে এমন কিন্তু নয়। আবার পরিবারের সকল সদস্যদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক থাকে এমনও কিন্তু নয়। তাই ম্যাকাইভার ও পেজের এই সংজ্ঞার দ্বারা সকল পরিবারের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্ভব নয়।

অধ্যপক জিসবার্ট তাঁর ফান্ডামেন্টাল্‌স ওফ সোসিওলজি গ্রন্থে বলেছেন, পরিবার হল একটি জৈব একক। এর সদস্যরা একই আবাসে একত্রে বসবাস করে। এর মাধ্যমেই স্বামী-স্ত্রীর যৌন সম্পর্ক একটি নিয়ন্ত্রিত ও নির্দিষ্টরূপ লাভ করে। আর. এফ. উইনচ্‌ (R. F. Winch)তাঁর আধুনিক পরিবার নামক গ্রন্থে বলেন, পরিবার হল দুই বা ততোধিক ব্যক্তির একটি গোষ্ঠী যা গঠিত হয়েছে বৈবাহিক সম্পর্ক, রক্তের সম্পর্ক বা দত্তক গ্রহণের ফলে সৃষ্ট সম্পর্কের ভিত্তিতে, যারা নির্দিষ্ট একটি বসস্থান গড়ে তুলেছে, যারা পারিবারিক কাজকর্মে পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে এবং যারা এক অভিন্ন সংস্কৃতি সৃষ্টি ও সংরক্ষণ করে।

অধ্যাপক কিংসলে ডেভিস (Kingsley Davis) তাঁর Human Society গ্রন্থে পরিবার প্রসঙ্গে বলেন, পরিবার হল পরস্পরের মধ্যে রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ব্যক্তিবর্গের একটি গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীর সদস্যরা হল পরস্পরের আত্মীয়। বার্জেস ও লক (Burgess & Locke) তাঁদের The Family শীর্ষক গ্রন্থে বলেন, পরিবার হল বিবাহ, রক্তের সম্পর্ক বা দত্তক সূত্রে সুসংবদ্ধ ব্যক্তিবর্গের একটি গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীর অর্ন্তভূক্ত স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, ভাই-বোন অভিন্ন বাসগৃহে বসবাস করে এবং তাদের সামাজিক ভূমিকার ভিত্তিতে পরস্পরের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় (interacting) ও সংযোগ সম্পর্কে সামিল হয়। এইভাবে তারা এক অভিন্ন কৃষ্টির সৃষ্টি করে।

পরিবারে বৈশিষট্যসমূহ ঃ

পরিবারের উক্ত একাধিক সংজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবারের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আমরা তুলে ধরতে পারি। পরিবার ব্যবস্থা মানব সমাজকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। আবার পরিবার ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সমাজব্যবস্থায় সুষ্ঠুভাবে প্রতিপন্ন হয়। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবার ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসূচক বিভিন্ন বিষয় পরিলক্ষিত হয়। অধ্যাপক ম্যাকাইভার ও পেজের এই সম্পর্কিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা পরিবারের বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরতে পারি।

১) বিশ্বজনীনতা **(Universality)**ঃ মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের একটি পর্যায়ে পরিবারে অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। দেশ-কাল নির্বিশেষে পরিবারের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। মানসমাজের এই প্রাথমিক সংস্থাটি মানবসভ্যতার সকল স্তরেই ছিল বা আছে। এ বিষয়ে কোন বিতর্কের অবকাশ নেই। মানুষমাত্রই কোন-না-কোন ভাবেই পরিবারের অর্ন্তভূক্ত। কেবলমাত্র মানবসামাজেই নয়, পারিবারিক জীবনের অস্তিত্বের পরিচয় মনুষ্যেতর অনেক প্রণীকূলেও পাওয়া যায়। এই কারণে বলা হয় যে, পরিবার হল মানুষের সংঘবদ্ধ জীবনের এক বিশ্বজনীন রূপ। এই প্রসঙ্গে ম্যাকাইভার ও পেজ বলেন ঃ 'It is the most nearly universal of all social forms. It is found in all societies, at all stages of social development .....'

২) আবেগপূর্ণ ভিত্তি **(Emotional Basis)**ঃ পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ। পরিবারের সকলের মধ্যে অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। এই সম্পর্ক সৃস্ট হয় গভীর অনুভূতিপূর্ণ আন্তরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে। জৈবিক প্রবৃত্তি ও প্রয়োজন, সহবাস, সন্তান প্রজনন প্রভৃতি এবং পিতামাতার স্নেহ-যত্ন ও মায়া-মমতা, প্রেম-প্রীতি ও আবেগ-অনুরাগ প্রভৃতি সুকোমল অনুভূতিসহ মানুষের মধ্যে বর্তমান থাকে। মানুষ এই সকল মানসিক বৃত্তির ওপর ভিত্তি করে পরিবার গড়ে ওঠে ও টিকে থাকে। ম্যাকাইভার ও পেজ বলেন ঃ 'It is based on a complex of the most profound impulses of our organic nature, those of mating, procreation, material devotion and parental care'.

৩) গঠনমূলক প্রভাব (**Formative Influence**)ঃ ব্যক্তি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পারিবারিক পরিমণ্ডলের মধ্যে বসবাস করে। অর্থাৎ জন্মের পরমূহূর্ত থেকেই শিশু পরিবেশের প্রভাবাধীনে থাকে। তাই পরিবার তার ব্যক্তিত্বের ওপর স্থায়ীভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্রে প্রবেশের আগে মানুষের জীবনে পরিবারই হল প্রাথমিক সামাজিক পরিবেশ। শিশু পরিবারের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে। তাই সদ্যোজাত অবস্থা থেকেই সে এই প্রাথমিক সামাজিক পরিবেশের প্রভাবাধীন থাকে। আর এইভাবে ব্যক্তি মানুষের চরিত্র গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকাই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাই ম্যাকাইভার ও পেজ বলেন, 'It is the earliest social environment of all the higher forms of a life, including man, and the profoundest formative influence in the awakening lives of which it is the source.'

৪) সীমিত আকার **(Limited Size)**ঃ বৃহত্তর সামাজিক পরিমণ্ডলের মধ্যে বহুবিধ সংঘ-সংগঠন বর্তমান। সামাজিক সংগঠনসমূহের মধ্যে পরিবার ক্ষুদ্রতম প্রাথমিক গোষ্ঠী হিসাবে বিবেচিত হয়। মানব পরিবারের আকার জৈবিক কারণে ক্ষুদ্র হতে বাধ্য। স্বামী-স্ত্রী এই দুই জনকে নিয়ে ক্ষুদ্রতম পরিবার গঠিত হয়। সুতরাং মানুষের সামাজিক কাঠামোতে পরিবার হল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতম একটি গোষ্ঠী। এই প্রসঙ্গে ম্যাকাইভার ও পেজ বলেন ঃ 'It is of necessity a group very limited in size, for it is defined by biological conditions which it cannot transcend without losing its identity'.

৫) সামাজিক সংগঠনের কেন্দ্রীয় অংশ (**Nuclear Position in the Social Structure**)ঃ অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের মূল অংশ (nucleus) হিসাবে পরিবারের কথা বলা হয়। পরিবার যেমন সহজ-সরল সমাজব্যবস্থার মূল অংশ হিসাবে পরিগণিত হয়, তেমনি সমাজ-সভ্যতার উচ্চতর জটিল পর্যায়েও সামাজিক সংগঠনের মূল কেন্দ্র হল পরিবার। এদিক থেকে পরিবারের ভূমিকার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এই প্রসঙ্গে ম্যাকাইভার ও পেজ বলেন ঃ 'It is the nucleus of other social organizations. Frequently in the simpler societies, as well as in the more advanced types of patriarchal society. The whole social structure is built of family units'।

৬) সদস্যদের দায়িত্বশীলতা **(Responsibility of Members)**ঃ প্রত্যেক সামাজিক সংগঠনের সদস্যরাই তাদের সংগঠনের প্রতি দায়ত্বশীল থাকে। কিন্তু পরিবারের ক্ষেত্রে এই দায়িত্ব ব্যক্তিকে অনেক বেশী পালন করতে হয়। ব্যক্তি সারাজীবন ধরে এই দায়িত্ব পাল করে। মানুষ দেশের স্বার্থে কাজ করে, লড়াই করে, এমনকি প্রয়োজনে জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দেয়। কিন্তু তা সাধারণতঃ দেশের সংকটের সময়। কিন্তু পরিবারের জন্য মানুষকে আজীবন কাজ করে যেতে হয়। ব্যক্তি তার পরিবারে স্বার্থে প্রাণপাত পরিশ্রম করে। সাধারণত পরিবারের কোন সদস্যই ব্যক্তি স্বার্থের কারণে পরিবারের প্রতি নিজের যে দায়িত্ব তা অস্বীকার করে না। সুতরাং অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের তুলনায় সদস্যদের ওপর পরিবারের দাবী অনেক বেশী এবং এই দাবী অবিচ্ছিন্ন বা একটানা। তাই ম্যাকাইভার ও পেজ বলেন, 'It makes more continuous and greater demands on its members than any other association is want to do.'।

৭) **সামাজিক অনুশাসন (Social regulation)ঃ** সকল সামাজিক গোষ্ঠীকেই কতকগুলি অনুসাশন মেনে চলতে হয়। পরিবারও হল অন্যতম একটি সামাজিক সংগঠন। তাই তাকেও কতকগুলি অনুশাসন মেনে চলতে হয়। পরিবার জীবন সুরক্ষিত করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সামাজিক বিধি-নিষেধ ও আইনের অনুসাশন উভয়েরই ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অন্যতম সামাজিক গোষ্ঠী হিসাবে কোন পরিবারই কতকগুলি সামাজিক রীতিনীতি বা আইনানুগ বিধি-ব্যবস্থাকে অমান্য বা অগ্রাহ্য করতে পারে না। প্রত্যেক পরিবারকেই এগুলি মান্য করে চলতে হয়। যেমন বিবাহ ব্যবস্থার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

বিবাহ ব্যবস্থা সমাজভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক সমাজেই বিবাহের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কয়েকটি প্রথাকে মান্য করে চলতে হয়। তা না হলে সমাজ সেই বিবাহকে মান্যতা দেয় না। আবার কোন কোন পরিবারের ক্ষেত্রে নিজস্ব কিছু কিছু পারিবারিক রীতিনীতি লক্ষ্য করা যায়। সংশ্লিষ্ট পরিবারে সেই সকল রীতিনীতিকে অনুসরণ করে চলতে হয়। তাই ম্যাকাইভার ও পেজ এই প্রসঙ্গে বলেন, 'It is peculiarly guarded both by social taboos and by legal regulations which rigidly prescribe its form'।

৮) **স্থায়িত্ব ও অস্থায়িত্ব (Permanent and Temporary Nature)ঃ** পরিবারকে যদি একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিচার করা হয়, তাহলে পরিবার হল একটি স্থায়ী ও শাশ্বত প্রতিষ্ঠান এবং পরিবার হল বিশ্বজনীন। প্রকৃতপক্ষে মানব সমাজে পারিবারিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব আবহমানকাল ধরে বর্তমান। আবার আমরা এমন কথাও বলতে পারি ভাবীকালেও পরিবার ব্যবস্থার অস্তিত্ব অব্যাহত থাকবে। কিন্তু পরিবারকে যদি একটি সংঘ হিসাবে বিবেচনা কার হয় তাহলে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সংস্থার তুলনায় পরিবার হল স্বল্প-স্থায়ী। আবার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সংস্থারগুলির মধ্যে পরিবার সর্বাধুনিক ও পরিবর্তনশীল। আর তাই পরিবারকে মানব সমাজের বিশেষ বা নির্দিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তির গোষ্ঠী হিসাবে ধরলে এর অস্তিত্ব স্বল্প-স্থায়ী।

কারণ যে সকল সদস্যদের নিয়ে পরিবার গঠিত হয় তাদের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই গোষ্ঠী হিসাবে সংশ্লিষ্ট পরিবারের অস্তিত্ব অবলুপ্ত হয়। তারপর তাদের সন্তান-সন্ততিরা গড়ে তোলে নতুন পরিবার। তবে সাধারণতঃ কোন পরিবারের সকল সদস্যদের একসঙ্গে মৃত্যু ঘটে না। কারণ ততক্ষণে পরিবারে নতুন সদস্যের আবির্ভাব ঘটে। তাই পরিবারের নিরবচ্ছিন্ন গতিধারা অব্যাহত থাকতে দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে ম্যাকাইভার ও পেজের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তাঁরা বলেন, "While the institution of the family is so permanent and universal, the family as an association is the most temporary and the most transitional of all important organization within society'।

পরিবারের পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিপন্ন হয় যে সমাজের সীমাবদ্ধ গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে পরিবার হল অন্যতম। তবে একটি বিশিষ্ট ধরনের গোষ্ঠী হিসাবে পরিবার অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠীর থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। পরিবার হল ক্ষুদ্রতম একটি আত্মীয়-গোষ্ঠী (Kinship group)। সাধারণতঃ বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রী নিয়ে গড়ে ওঠে একটি পরিবার। সন্তানেরা যখন ছোট থাকে এবং পিতামাতার ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল থাকে, তখন এই পরিবারটি একটি সুসংবদ্ধ একক হিসাবে প্রতিপন্ন হয়। ছেলেমেয়েরা যখন বড় হয়, তখন পরিবারের এই সুসংবদ্ধতা শিথিল হয়ে পড়ে। ছেলেমেয়েরা যখন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তখন নতুন দম্পতিকে কেন্দ্র করে নতুন নতুন পরিবার গড়ে উঠতে দেখা যায়। এই অবস্থায় পুরানো পরিবারে ভাঙ্গন ধরতে থাকে। তখন বৃদ্ধ পিতামাতা সমর্থ সন্তান-সন্ততির ওপর নির্ভশীল হয়ে পড়ে। আর এইভাবে পরিবারের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

পরিবারে বিভিন্ন প্রকার **(Types of Family)**

মানব সমাজের একটি শাশ্বত ও বিশ্বজনীন সংগঠন হল পরিবার। কিন্তু এই পরিবারের আকৃতি-প্রকৃতি দেশ-কাল নির্বিশেষে অভিন্ন নয়। কতকগুলি বিষয়ের পরপ্রেক্ষিতে পরিবারের এই প্রকারভেদ পরিলক্ষিত হয়। যেমন - যৌন সম্পর্কের প্রকৃতি, বংশানুক্রম, বাসস্থান, কর্তৃত্ব, উত্তরাধিকার, সংগঠন ইত্যাদি। এই সকল মান অনুসারে বিচার-বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবারকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। এগুলি নিম্নরূপ -

ক) পিতৃশাসিত ও মাতৃশাসিত পরিবার **(Patriarchal and Matriarchal Family)ঃ** পরিবারের এই ধরনের প্রকারভেদ করা হয় পরিবারের কর্তৃত্বের অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে। নারী অথবা পুরুষ কার হাতে পরিবারের কর্তৃত্ব ন্যস্ত থাকে তার ওপর ভিত্তি করে পরিবারের এই ধরনের বিভাগ। পরিবারের এই ধরনের বিভাগকে মৌলিক বলে বিবাচিত হয়। পারিবারিক কর্তৃত্ব যদি পিতা বা স্বামীর হাতে ন্যস্ত থাকে তাহলে সেই পরিবারকে বলা হয় পিতৃতান্ত্রিক বা পিতৃশাসিত পরিবার (Patriarchal Family) । আর যদি পুরুষের পরিবর্তে স্ত্রীর হাতে পরিবারের কর্তৃত্ব ন্যস্ত থাকে তাহলে সেই পরিবারকে বলা হয় মাতৃশাসিত পরিবার(Matriarchal Family)। এই ধরনের পরিবারে মাতা বা স্ত্রীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

অধ্যাপক ম্যাকাইভার ও পেজ মাতৃশাসিত পরিবারের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেন যা আমি এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

১) মাতার পরিচয়ে সন্তানের পরিচয় হয়, পিতার পরিচয়ে নয়। আর এজন্যই এ প্রকার পরিবারকে 'মাতৃপরিচায়ী পরিবার' বলা হয়।

২) অনেকক্ষেত্রে মাতৃপরিচায়ী পরিবারে স্ত্রী তার সন্তান-সন্ততিসহ পিত্রালয়ে বসবাস করেন এবং সন্তান-সন্ততি পিতামহ-মাতামহীর আশ্রয়ে লালিত পালিত হয়। স্বামী স্ত্রীর গৃহে মাঝে মাঝে আপ্যায়িত হলেও স্ত্রী এবং সন্তানের ওপর তার কোন কর্তৃত্ব থাকে না। স্বামীর ভূমিকা সেখানে নিতান্তই গৌণ। এজন্য এ প্রকার পরবারকে পত্নী আবাসিক পরিবারও বলা হয়।

৩) পরিবারের কর্তৃত্ব স্বামীর হাতে ন্যস্ত হওয়ার পরিবর্তে স্ত্রীর কোন আত্মীয়ের ওপর অর্পিত হয়।

৪) মাতৃতান্ত্রিক বা মাতৃবংশভিত্তিক পরিবারে বর্হিবিবাহ প্রথা(Exogamy) অনুসৃত হয়। অর্থাৎ একই গোষ্ঠীভুক্ত পাত্র বা পাত্রীর মধ্যে বিবাহকে অবৈধরূপে এবং এক গোষ্ঠীর পাত্র অথবা পাত্রীর সাথে ভিন্ন গোষ্ঠীর পাত্রীর বা পাত্রের বিবাহকে বৈধরূপে গণ্য করা হয়।

তবে অধুনিক সভ্য সমাজের প্রায় সর্বত্রই কোন-না-প্রকারে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থার অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ আধুনিক মানব পরিবার হল পিতৃতান্ত্রিক বা পিতৃশাসিত। এতদ্‌সত্ত্বেও এই ধরনের পরিবারে নারী হল গৃহকর্ত্রী এবং গৃহকর্ত্রী হিসাবে পরিবারের মধ্যে নারীর ভূমিকার গুরুত্ব ও প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। বস্তুতঃ বর্তমান বিশ্বের সভ্য সমাজ ব্যবস্থায় নারীর স্বতন্ত্র সত্তা অনস্বীকার্য। নারীর এই স্বতন্ত্র সত্তা সমাজস্বীকৃত ও আইনানুমোদিত।

খ) একগামী পরিবার ও বহুগামী পরিবার **(Monogamous & Polygamous Family)**ঃ

যৌন সম্পর্কের স্বীকৃত পরিধির পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরনের পরিবারের বিভাগ লক্ষ্য করা যায়। একগামী পরিবার হল এক পতি ও এক পত্নীবিশিষ্ট পরিবার অর্থাৎ একজন পুরুষ ও একজন নারীর বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে যে পরিবার গড়ে ওঠে তাকে একগামী পরিবার বলে। এই ধরনের পরিবার ব্যবস্থায় একজন পুরুষ ও একজন নারীর মধ্যে অর্থাৎ এক পতি ও এক পত্নীর মধ্যে যৌন সম্পর্ক সীমাবদ্ধ থাকে। অপরপক্ষে এক পতি ও একাধিক পত্নী অথবা এক পত্নী ও একাধিক পতিকে নিয়ে গঠিত যে পরিবার, তাকে বহুগামী পরিবার বলে। এই ধরনের পরিবারে একাধিক নারী-পুরুষের মধ্যে যৌন সম্পর্ক বর্তমান থাকে।

বহুগামী পরিবারের আবার দুটি প্রকার লক্ষ্য করা যায় ১) বহুভর্তৃক পরিবার (Polyandry Family) এবং বহুপত্নীক পরিবার (Polygyny Family)।

১) বহুভর্তৃক পরিবারঃ একজন স্ত্রী যদি একাধিক স্বামীর সঙ্গে বসবাস করে তাহলে সেই পরিবারকে বহুস্বামীক বা বহুভর্তৃক পরিবার বলে। বহুভর্তৃক পরিবারে পরিবারের কর্তৃত্ব সাধারণত স্ত্রীর ওপর ন্যস্ত থাকে। এবং মাতার বংশ অনুসারে সন্তান-সন্ততির বংশ পরিচয় হয়। এপ্রকার পরিবারের প্রচলন অতিবিরল। এপ্রকার পরিবার প্রথার মূলে প্রধান দুটি কারণ হল অর্থিক সচ্ছলতা এবং পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা আতিমাত্রায় কম। তিব্বতে দরিদ্র পরিবারের মধ্যে বহুভর্তৃক পরিবারের প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। অনেক দরিদ্র পরিবারে কয়েকজন সহোদর ভ্রাতা একজন পত্নীর সঙ্গে দাম্পত্য জীবন যাপন করে।

২) **বহুপত্নীক পরিবারঃ** একজন পুরুষ যখন একাধিক পত্নীর সঙ্গে দাম্পত্য জীবন-যাপন করে তখন সেই পরিবারকে বহুপত্নীক পরিবার বলে। বহুভর্তৃক পরিবারের তুলনায় এই পরিবারের সংখ্যা অনেক বেশী। নানা কারণে বহুপত্নীক পরিবারের উদ্ভব হয়। যেমন ধর্মীয় সম্মতি, আর্থিক প্রচুর্য, কুলরক্ষা ইত্যাদি। আরবদেশের মুসলমানগণ ধর্মীয় সম্মতি অনুসারে অনধিক চারজন স্ত্রীর সঙ্গে দাম্পত্য জীবন-যাপন করতে পারে। বিত্তবান ব্যক্তিরা অনেক সময় তাদের ধনৈশ্চর্যকে জাহির করার জন্য একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করেন। পুত্রহীন পুরুষ সন্তান কামনায় দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন।

তবে বর্তমানে বহুভর্তৃক পরিবারের মতো বহুপত্নীক পরিবারও আর তেমন একটা দেখা যায় না। কারণ, অধিকাংশ সভ্য সমাজে আইনের মাধ্যমে অথবা ধর্মীয় অনুশাসনের মাধ্যমে বহুগামী পরিবার প্রথাই নিষিদ্ধ হয়েছে। বর্তমানে অধিকাংশ সমাজে পরিবার বলতে একগামী পরিবারকেই বোঝানো হয়।

গ) মাতৃবংশানুক্রমিক ও পিতৃবংশানুক্রমিক পরিবার **(Matrilineal & Patrilineal Family) ঃ**

বংশানুক্রমের ভিত্তিতে যখন পরিবারকে দুই শ্রেণীতে বিভাজন করা হয়। এদের একটি হল মাতৃবংশানুক্রমিক পরিবার এবং অপরটি হল পিতৃবংশানুক্রমিক পরিবার। মাতৃকুলের পরিচয় দিয়ে যে পরিবারে সন্তানের পরিচয় নির্ধারিত হয় এবং সন্তান মাতৃকুলের বংশধর হিসাবে বিবেচিত হয়, সেই পরিবারকে মাতৃবংশানুক্রমিক পরিবার বলে। অপরদিকে যে পরিবারে সন্তান পিতৃপুরুষের বংশধর হিসাবে গণ্য হয় এবং সন্তানের পরিচয় পিতৃকুলের পরিচয়ের পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত হয় সেই পরিবারকে পিতৃবংশানুক্রমিক পরিবার বলে। মাতৃবংশানুক্রমিক পরিবারে মাতৃকুলের ধারা অনুসারে উত্তরাধিকার নির্ধারিত হয়। অপরদিকে পিতৃবংশানুক্রমিক পরিবারে উত্তরাধিকার স্থিরিকরণের ক্ষেত্রে পুরুষানুক্রমিক ধারা অনুসরণ করা হয় অর্থাৎ সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ধারণ করা হয় পিতা-পুত্র-পৌত্র এই ধারা অনুসারে।

ঘ) পিতৃ-আবাসিক ও মাতৃ-আবাসিক পরিবার (Patrilocal & Matrilocal Family) ঃ

পরিবারকে আর এক দিক থেকে শ্রেণীবিভাগ করা হয়। সেটি হল পিতৃ-আবাসিক ও মাতৃ-আবাসিক পরিবার। বিবাহের পর স্বামী ও স্ত্রীর বাসস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবারকে উক্ত দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। যে পরিবারে স্ত্রী বিবাহের পর স্বামীগৃহে অর্থাৎ শ্বশুরালয়ে বসবাস করে সেই পরিবারকে বলা হয় পিতৃ-আবাসিক পরিবার। অপরপক্ষে বিবাহের পর স্বামী যদি স্ত্রীর মাতৃগৃহে গিয়ে বসবাস করে তবে সেই পরিবারকে বলা হয় মাতৃ-আবাসিক পরিবার।

ঙ) একক ও যৌথ পরিবার **(Nuclear & Joint Family)** ঃ

পরিবারে অপর এক যে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ লক্ষ্য করা যায় তা হল একক পরিবার ও যৌথ পরিবার। যে পরিবারের ক্ষেত্রে স্বামী, স্ত্রী এবং এক বা একাধিক সন্তানকে নিয়ে গঠিত হয় সেই পরিবারকে একক পরিবার বলে। গঠনগত দিক থেকে এই পরিবার সবচেয়ে ক্ষুদ্রায়তনবিশিষ্ট। স্বামী-স্ত্রী-সন্তান এই কয়েকজনের মধ্যে এই ধরনের পরিবার সীমাবদ্ধ। একক পরিবারের মধ্যে পিতা ও অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান এই দুই পুরুষ একত্রে বসবাস করে।

আপরপক্ষে আকার আয়তনের দিক থেকে একক পরিবারের তুলনায় যৌথ পরিবার বৃয়দায়তনবিশিষ্ট। এক্ষেত্রে বলা হয় যে, রক্তের সম্পর্কের যোগ সূত্রের ভিত্তিতে কয়েকটি একক পরিবারের সমষ্টি হল এই যৌথ পরিবার। যৌথ পরিবার ব্যবস্থায় পুত্ররা বা কন্যারা বিবাহের পর যথাক্রমে স্ত্রী বা স্বামীর সঙ্গে একই পিতামাতার সংসারে বসবাস করে। তবে সাধারণভাবে দেখা যায় পিতামাতার মৃত্যুর পর যৌথ পরিবার ভেঙ্গে পড়ে এবং কয়েকটি একক পরিবার সৃষ্টি হয়। যৌথ পরিবারের বিবাহিত সদস্যরা পৃথগন্ন হয়ে এক-একটি একক পরিবার গড়ে তোলে। তবে কালক্রমে এই একক পরিবারগুলি পুনরায় যৌথ পরিবারে পরিণত হয় বা হতে পারে।

সমাজে পরিবারের ভূমিকা বা পরিবারের সামাজিক ভূমিকা ঃ

পরিবার ও সমাজব্যবস্থা ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। পরিবারকে বাদ দিয়ে সমাজের ভাবনা, আবার সমাজকে বাদ দিয়ে পরিবারের চিন্তা করা সম্ভবই না। বস্তুতপক্ষে পরিবার ছাড়া কোন সমাজব্যবস্থার কথা ভাবাই যায় না। কোন রকম পারিবারিক সংগঠন ছাড়াই যে সমাজব্যবস্থা, তার অস্তিত্ব অজ্ঞাত। সমাজতাত্ত্বিক ধারণা অনুসারে মানুষ হল সামাজিক জীব। কিন্তু বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ হল মূলত পারিবারিক জীব। অধ্যাপক ম্যাকাইভার পেজের মতে, সমাজের সর্বপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক গোষ্ঠী হল পরিবার। এই পরিবার হল একটি ক্ষুদ্রতম গোষ্ঠী। এঁদের মতে সামাজিক তাৎপর্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সামাজিক সংগঠনের মধ্যে পরিবারই হল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

পরিবার সমাজের আস্তিত্বকে অটুট রাখে। সকল সমাজ ব্যবস্থারই কতকগুলি মৌলিক চাহিদা থাকে। এই সকল চাহিদার পরিতৃপ্তি প্রয়োজন। অন্যথায় কোন সমাজব্যবস্থার পক্ষেই তার অস্তিত্বকে অব্যাহত রাখা প্রায় অসমম্ভব। বস্তুতঃ মানুষের সমাজজীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অধিকার করে থাকে পরিবার। এই পরিবারই ব্যক্তিকে তার সামাজিক দায়-দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করে। আর এভাবেই মানব সমাজের অস্তিত্ব অটুট থাকে। সমাজের বহু ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য পরিবার কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে থাকে। এই সকল কর্তব্য সম্পাদনের পরিপ্রেক্ষিতে মানব সমাজে পরিবারের অস্তিত্ব ও ভূমিকার গুরুত্ব ও তাৎপর্য স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হয়।

মানব সামাজে পরিবার বহু ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করে। পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সন্তান প্রজনন ও প্রতিপালন। শিশুর সামাজিকীকরণ; খাদ্য, পোষাক-পরিচ্ছাদ, আশ্রয়, স্বাস্থ্য প্রভৃতির ব্যবস্থাকরণ; প্রেম-প্রীতি, স্নেহ-ভালোবাসা প্রভৃতি মানসিক বাসনার পরিতৃপ্তি সাধন; বিষয়সম্পত্তির উত্তরাধিকার ও সামাজিক স্তরবিন্যাস নির্ধারণ প্রভৃতি। পারিবারিক সংগঠনসমূহের এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী ব্যতিরেকে সমাজব্যবস্থার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ম্যাকাইভার ও পেজ বলেন, পরিবারই শৈশবে ব্যক্তিকে সামাজিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে পরিচিত করে এবং বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করার উপযুক্ত করে তোলে। আবার সমাজজীবনে প্রচলিত বিভিন্ন ধ্যান-ধারণা, রীতি-নীতি, দায়-দায়িত্ব, অধিকার-কর্তব্য প্রভৃতির সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের পরিচয় ঘটে পরিবারের মধ্যেই। পরিবারের মধ্যেই মানুষ সমাজ-জীবনের প্রয়োজনীয় মৌলিক মূল্যবোধসমূহ লাভ করে থাকে।

অনুরূপভাবে সমাজও পরিবারকে প্রভাবিত করে। পরিবারের ওপর সমাজের এই প্রভাব গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন সামাজিক ঘটনাবলী পরিবার ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে থাকে। বৃহত্তর সমাজজীবনে যে সকল পরিবর্তন সংঘটিত হয় পরিবার জীবনের ওপর তার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। পরিবারের অধিকার ও উত্তরাধিকার প্রথা সমাজের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এই কারণে এ বিষয়ে বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন বিধিব্যবস্থার প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। যেমন সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিষয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন আইন প্রচলিত থাকতে দেখা যায়।

এ বিষয়ে কোথাও আছে মিতক্ষরা আইন, আবার কোথাও আছে দায়ভাগ আইন, আবার বিভিন্ন সমাজে ও জনসম্প্রদায়ে উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে পুত্র-সন্তান ও কন্যা-সন্তানের মধ্যে পৃথক পৃথক প্রথা ও নিয়মকানুন অনুসৃত হতে দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের পরিবার ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। অর্থাৎ সমাজভেদে পরিবারের প্রকারভেদ স্থিরীকৃত হয়ে থাকে। আবার পারিবারিক সংগঠনের মধ্যে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ধরনেরর বিবাহ ব্যবস্থা ও বৈধ-অবৈধ বিবাহের বিষয়েও সমাজব্যবস্থা গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। বস্তুত বিভিন্ন সামাজিক প্রথা, ঐতিহ্য, জনমত প্রভৃতির দ্বারা মানব পরিবার নানাভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে। তাই বলা যায় পরিবার ও সমাজের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ওতোপ্রত ও ঘনিষ্ঠ।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ